127

তারিখ ... 13 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ......

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রসঙ্গ ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশে অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই এখন পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রেও নানারকম বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য চলছে। অনিয়ম-বিশৃঙ্খলার একটি দিকে রয়েছে প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু, শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত একধরনের যথেচ্ছাচার। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বেসরকারী উদ্যোগে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হলে তো ভালই। তাতে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটবে, শিক্ষিতের হার বাড়বে, দেশের উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির মানেই শিক্ষার প্রসার ঘটা নয়।

বেসরকারীভাবে দেশে এখন রেজিস্ট্রেশনকৃত ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষার নামে, সেগুলো বেশিরভাগই পরিণত হয়েছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। তেমন জায়গা-টায়গা নেই, অথচ খুলে বসা হয়েছে একেবারে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ই। মোটা অঙ্কের বেতন নেয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও সরঞ্জাম কিছুই নেই। কোন কোন প্রতিষ্ঠান আবার বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এ্যাফিলিয়েটেড বলেও প্রচারণা চালায়। পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে ক্রেডিট ট্রান্সফার করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া কারও নিয়ন্ত্রণে না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানে চলে প্রতিষ্ঠাতার স্বেচ্ছাচারিতা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এহেন অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। মঞ্জুরি কমিশনের একটি টিম সম্প্রতি ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। সেই সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কোন্ পদ্ধতিতে চলতে পারে, সেগুলোর নীতিমালা কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে একটি মতামতও প্রদান করে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এসব তথ্য সবারই জানা। তারপরেও দুঃখজনকভাবেই দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত কোনরকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যবসায়িক উদ্যোগ, প্রবণতা ও মনোবৃত্তি সমাজের একশ্রেণীর মানুষের মনে বাসা বেঁধে আছে।

গত রবিবারের জনকণ্ঠে আছে, রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের অতিউৎসাহে পানি ঢেলে দিয়েছেন। শনিবার বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের এক অনুষ্ঠানে স্পষ্টত ঐ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশেই তিনি বলেন, একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় করা যে কত কঠিন কাজ তা বোধহয় আপনারা চিন্তাও করেননি। এরপর তিনি দেশে স্থাপিত ১৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জনমনে আগ্রহের অভাব দেখা দেয়া এবং এমনকি বহু ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভুয়া ভাইস চ্যান্সেলরের সন্ধান লাভের কথাও ক্ষোভের সঙ্গে তাদের জানান। সে কারণে তিনি ১৯৯২ সালের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট সংশোধন করতে বলেছেন, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় করতে গেলে ১০ কোটি টাকার ডিপোজিট জমা দিতে হয়। ১০ কোটি টাকার নগদ তহবিল ও ১৫ একর জমি থাকলে তবেই অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, এখন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় করতে হলে এক কোটি টাকা ডিপোজিট থাকতে হয়।

উদ্যোক্তারা, আশা করা যায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে কতদূর আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্গতি এবং কী পরিমাণ দায়দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত, তা আগে না হলেও রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের পর সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

এটা ঠিক, দেশে উল্লিখিত সংশোধিত শর্ত পূরণ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার মতো বিত্তশালীর অভাব তেমন নেই। উদ্যোক্তাদের মধ্যে যেখানে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ডেপুটি স্পীকার পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, সেখানে অর্থ নিশ্চয়ই তাঁদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তারপরেও রাষ্ট্রপতি কথাগুলো বলেছেন অনেকটা নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকেই এবং সেক্ষেত্রে আর্থিক ও বৈষয়িক সঙ্গতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত রয়েছে গুরুদায়িত্বের প্রশ্নটি। এ প্রসঙ্গে আমরা আবার সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কিছু মূল্যবান পর্যবেক্ষণ ও অভিমত স্মরণ করছি। তিনি বলেছিলেন, ঐসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করার সুযোগ নেই। বলেছিলেন, আমাদের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আরও উন্নত হওয়া দরকার। ২/৩টি ছাড়া কোনটির মান উন্নত নয়। একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে নিশ্চয়ই এসব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুষ্ঠু নীতিমালাও দরকার। কঠিন কাজ বলতে রাষ্ট্রপতি নিশ্চিতভাবে এসব কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকারের গঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট এ বছর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পেশ করার কথা থাকলেও তা এখনও পেশ করা হয়নি এবং সে কারণে আধ ডজনেরও বেশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্প প্রস্তাব কয়েক মাস যাবত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন লাভের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে।

আমরা অবশ্যই দেশে শিক্ষার সত্যিকার প্রসার ঘটুক, এটাই চাই। রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের আর্থিক সঙ্গতি দেখলে নিরাশ করবেন না বলেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সমাজের বিত্তবানরা শিক্ষা সম্প্রসারণে এগিয়ে আসছেন, এটা তো খুশির কথাই। আমরা চাইব, সরকার শুধু এক্ষেত্রে নিছক মুনাফাকেন্দ্রিক ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করতে সুষ্ঠু ও কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন ও তা ক্ষমাহীন ও কড়াকড়িভাবে বাস্তবায়ন করুক। ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভুয়া উপাচার্য, ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভুয়া শিক্ষক দেশ ও জাতির ভাবমূর্তিকে ধুলায় মিশিয়ে দেবে! আমরা তা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।